



বদে কী?

‘বদে’ শব্দটি এসেছে ‘বদি’ ধাতু থেকে, যার অর্থ জানা, উপলব্ধি করা, আত্মবোধ লাভ করা। বদে হচ্ছে সেই চরিত্র, অনাদি ও অপটৌষয়ে জ্ঞান, যা ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান প্রবিশ্ট করান সৃষ্টির শুরুতেই। মানব জীবনের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও মুক্তির পথ বদেতে নহিতি।

বদে কোন মানুষ রচনা গ্রন্থ নয়, এটি শ্রুতি, অর্থাৎ যা শোনা যায়, ঈশ্বরীয় অনুপ্রেরণায় ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টিতে যা উপলব্ধি করেন।

বদেতে জ্ঞানভাণ্ডার চারটি মূল ভাগে বিভক্তঃ-

1. ঋগ্বেদে :---- এটি প্রাচীনতম বদে। এতে রয়েছে দেবতাদের স্তব ও প্রশস্তি, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে উদ্দেশ্য করে গঠিত মন্ত্র। এটি আত্মবিশ্বাস, ধর্মনীতি ও ঈশ্বরভাবনার মূর্ত প্রতীক।

2. যজুর্বেদে :-- যজ্ঞ ও পূজার বহান ও আচরণবিধি এখানে বর্ণিত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার নিয়ম, বদেমন্ত্রসমূহ কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে এসব এখানে বলা হয়েছে।

3. সামবেদে :- - এটি মূলত ঋগ্বেদে মন্ত্রসমূহকেই সুরে গায়ার উপযোগী করে গঠিত।

- গীতমিয. এই বদে যজ্ঞের পরিশেষে আত্মার সঙ্গ পরমাত্মার মলিন ঘটায়।

4. অথর্ববেদে):- এতে দৈনন্দিন জীবন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবার, রাজনীতি, সমাজনীতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তার সমন্বয় রয়েছে।

এটি প্রমাণ করে যে বদেতে জ্ঞান কেবল আধ্যাত্মিক নয়, ব্যবহারিক জীবনেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি বদেতে সঙ্গত একটি উপবেদ যুক্ত-

ঋগ্বেদে: স্থাপত্যবেদে (স্থাপত্যশাস্ত্র)।

যজুর্বেদে: ধনুর্বেদে (যুদ্ধবিদ্যা)।

সামবেদে: গান্ধর্বেদে (সঙ্গীত ও নৃত্যশাস্ত্র)।

অথর্বেদে: আয়ুর্বেদে (চিকিৎসাশাস্ত্র)।

খলি অংশ: এগুলো বদেরে মূল সংহতিয়. অন্তর্ভুক্ত না হলেও, বদেসংহতির সঙ্গে যুক্ত কছি অতিরিক্ত সূক্ত বা অংশ, যা সাধারণত মূল চারটি বিভাগে বাইরে।

বেদে অধ্যয়নের জন্য ছয়টি শাস্ত্র অপরিহার্য-

শিক্ষা: উচ্চারণ ও স্বরবজ্জ্ঞান।

কল্প: যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম।

ব্যাকরণ: ভাষা ও শব্দের গঠন।

নরিক্ত: শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

ছন্দ: কাব্যের ছন্দ ও মাত্রা।

জ্যোতিষি: সময় ও নক্ষত্রবিদ্যা।

বেদে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব:****

1. বেদে আমাদের আত্মপরিচয় করায় আমরা শরীর নই, আমরা আত্মা।
2. এটি জীবনকে অর্থবহ করে তোলে ধর্ম (নৈতিকতা), অর্থ (সমৃদ্ধি), কাম (ইচ্ছা) ও মোক্ষ (মুক্তি) এই চার পুরুষার্থের মাধ্যমে।
3. বেদে জ্ঞান অনুসরণ করে মন শুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং পরমাত্মার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন হয়।
বেদে অনুসরণ মানবে নিজেকে জানার যাত্রা শুরু করা, নিজেকে খুঁজে পাওয়া। এই জ্ঞানই আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করে।
4. আসুন, আমরা বেদে এই অপার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হই।
আত্মজ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মপথে চলি

"কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম, নতিযং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"---- শ্রীমদ্ভাগবত গীতা (৩.১৫)

অর্থ: সব কর্মই বেদ থেকে নরিত, আর বেদে উদ্ভূত অক্ষরাত্মা ব্রহ্ম থেকে। এই জন্য, সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।